Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

জেরিন সুলতানা

রোলঃ 227020546

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেরিন সুলতানা

রোলঃ 227020546

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জেরিন সুলতানা, আইডিঃ 227020546 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জেরিন সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জেরিন সুলতানা

আইডিঃ 227020546

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..6

তাকওয়া (تقوى) কি?..7

তাকওয়ার মর্যাদা..8

মুত্তাকী কারা? 9

মুত্তাকীদের সুসংবাদসমূহ : 11

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পুরস্কার : 14

তাকওয়া সম্পর্কে গুরুত্বারোপ.. 17

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকওয়ার আদেশ : 17

২.নবী রাসুলগণ কর্তৃক তাকওয়ার আদেশ:.. 19

৩. সালাফগণ কর্তৃক তাকওয়ার আদেশ : 23

তাকওয়ার উপকারিতাসমূহ... 26

কীভাবে তাকওয়া অর্জন করবো?... 28

১. আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ : 29

২. বর্জনীয় বিষয়সমূহ : 31

তাকওয়ার স্তর.. 33

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

যাবতীয় প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাজিলকৃত বিধানের মাধ্যমে নিজ বান্দাদের পরীক্ষা করেছেন এবং সেই সাথে সফলকাম হওয়ার পথ ও দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাহ এর **১৯৭** আয়াতে বলেন,

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰي ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ.

" আর তোমরা নিজেদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর তোমরা আমাকে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা।"

আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া ছাড়া আমল কবুল করেন না। একজন ব্যক্তি সকাল থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকওয়ার উপর না থাকলে মুমিন হতে পারে না। তাকওয়া হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি। এর দ্বারা মানুষ সংযমী ও আত্মনিয়ন্ত্রণকারী হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْر .ٌ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"

তাকওয়া (تقوى) কি?

তাকওয়া (تقوى) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা। শাব্দিক অর্থে তাকওয়া হলো নিজেকে পাপাচার থেকে রক্ষা করা, নিষিদ্ধকর্ম হতে সুরক্ষিত রাখা।

তাকওয়ার (تقوى) পারিভাষিক অর্থ :
তাকওয়া হলো পাপ কাজের সুযোগ থাকা সত্বেও পাপ থেকে বিরত থাকা।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتم مُّسْلِمُوْن.َ
" হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।" [সূরা আল ইমরান : ১০২ আয়াত]

সাহাবীরা তাকওয়াকে এভাবে সংঙ্গায়িত করেছেন-
আলি (رضي الله عنه) বলেন, " তাকওয়া মানে (এই চারটি গুণের সমন্বয়) - সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা, ওহির আদেশ- নিষেধ মেনে চলা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।" [সালিহ শামী ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১/ ৪২১]
আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করেন, " আপনি কি কখনো কাঁটাভরা পথে হেঁটেছেন?" লোকটি জবাব দিলেন, ' হ্যাঁ '। আবু হুরায়রা (রা.) জানতে চাইলেন, ' কিভাবে হেঁটেছেন?' লোকটি বললো, " কাঁটা চোখে পড়লে সর্তক হয়ে গেছি, যাতে কাঁটার উপর পা না পড়ে যায়। " আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, ' তাকওয়া অর্থ এটাই (গুনাহ থেকে সর্তক হয়ে পথচলা)। '
[বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ৯৬৩]

সালফে সালেহীনদের মতে তাকওয়া হলো -
হাসান বসরি (রহ.) বলেন, ' মুত্তাকীগণ সর্বদা এ অবস্থায় থাকে যে, বহু হালাল জিনিসকে তারা হারামের সন্দেহে ছেড়ে দেয়।'

আবদুল্লাহ ইবনু বাজ (রহ.) বলেন, " তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর আদেশসমূহের অনুসরণ করা, নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। তাঁর নি'আমাত অর্জনের আশা, তাঁর সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা।
[তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বই থেকে সংগৃহীত]

মূলত তাকওয়া হলো অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় থাকা, তাঁর প্রতি বিশ্বাস থাকা ও সম্মান - মর্যাদা রাখা এবং তাঁর নিকট যা রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণ করা। তাকওয়ার কারণে মানুষ পাপাচার থেকে বিরত থাকে।
পরিপূর্ণ তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সকল বিধিবিধান পালন করা আর সকল হারাম ও মুতাশাবিহা বিষয় থেকে বিরত থাকা।
সূরা আল ইমরানের ১০২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
‘ হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে তোমরা পরিপূর্ণ ভয় করো।’
প্রসিদ্ধ তাবিঈ তলক ইবনু হাবিব বলেছেন, ‘তাকওয়া হলো এই যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া নুর অনুপাতে আল্লাহর পক্ষ হতে সাওয়াবের আশায় তোমার আল্লাহকে অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া নুর অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে। [তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বই থেকে]

তাকওয়ার মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলার কাছে সে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান যে মানুষের মাঝে অধিক তাকওয়াবান। আল্লামা ফিরোজবাদী তাকওয়ার মর্যাদা ও ফজিলতের ব্যাপারে এভাবে বলেছেন যে, ‘জেনে রাখ - তাকওয়া হলো মূল্যবান রত্নভান্ডার। যদি তুমি এই মূল্যবান রত্নভান্ডার লাভ করো, তাহলে তার জন্য অর্জিত হবে অনেক মূল্যবান হিরে জহরত, মূল্যবান মুদ্রার থলে, অনেক কল্যাণকর বস্তু, সম্মানজনক রিজিক, শরীর বিশিষ্ট গনিমত ইত্যাদি।

অতএব, তাকওয়া হলো এমনই গুণ ; যা দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সবচেয়ে কল্যাণময়ী। কুরআনুল কারিমের মাঝে গবেষণা করো, তাহলে দেখতে পাবে তাঁর আলোচনায় অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। অনেক সাওয়াব ও সাফল্যের বিষয় আলোচিত দেখবে । [বাসাইরু যাওয়িত তাময়িয : ৫/২৫৯]

কুরআনুল কারিমে ও হাদিসে আমরা তাকওয়ার মর্যাদা দেখতে পেয়ে থাকি। তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য পথ নির্দেশিকা হলো কুরআন। সূরা বাকারাহর ১-4 নাম্বার আয়াতের বলা হয়েছে,

الٓمّٓ.ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ.الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ.وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ

‘ আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব;যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথ প্রদশর্নকারী পরহেজগারদের জন্য; যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।’

তাকওয়া অবলম্বন করা ছাড়া কেউ মুত্তাকী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য অনেক সুসংবাদ দিয়েছে। প্রথমে আমরা মুত্তাকীদের সম্পর্কে জানবো ইন শা আল্লাহ।

মুত্তাকী কারা?

মুত্তাকী বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়-

১) যারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে;

২) যারা রাসূল-এর নির্দেশ ও পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলে;

৩) যারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে;

৪) যারা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না;

৫) যারা পার্থিব জীবন পরিচালনায় সাবধানতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ যা ন্যায় তা করে, যা অন্যায় তা বর্জন করে;

৬) যারা সংযমী, মিতভাষী, মিতব্যয়ী, লোভ ও ক্রোধ নিবারণ করে চলে;

৭) যারা নিজের পরিবারের ইসলামী জীবনযাপনের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে;

৮) যারা সর্বদা হারাম-হালাল বেছে চলে;

৯) যারা সত্যবাদী, মিথ্যা থেকে দূরে থাকে;

১০) যাদের ঈমান ও আমল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত;

১১) যারা আমলে স্বলেহা অবলম্বন করে (সর্বাবস্থায় সৎ জীবনযাপন করে);

১২) যারা তাদের হালাল রোজগার থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে;

১৩) যারা অপচয়, অপব্যয় করে না;

১৪) যারা পাপ কাজ থেকে এবং ছোট-বড় সন্দেহজনক সকল প্রকার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। [তাকওয়া বই থেকে সংগৃহীত]

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বহুভাবে মুত্তাকীদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। সূরা বাকারাহ এর ২-৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের ৫ টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন -

- যারা গয়ীব তথা অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনে ;
- স্বলাত আদায় করে ;
- দান- সদকা ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে ;
- কুরআন ও অবতীর্ণ অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের উপর ইমান আনে ;
- আখিরাতের প্রতি ইমান আনে।

মুত্তাকী ব্যক্তিরা এই কাজ গুলো করার ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান ও সফল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে মুত্তাকীদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ও আমলের কথা বলেছেন,

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

২. কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

৫. রাসূলগনের প্রতি ঈমান আনা।

৬. আল্লাহকে ভালোবেসে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির - ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করা।

৭. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৮. যাকাত দেওয়া।

৯. অভাব- অসুস্থতা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করা।

মহান রব্বুল ‘আলামিন সূরা আল ইমরানের ১৩৪-১৩৫ নাম্বার আয়াতের ভেতর ঘোষণা করেছেন মুত্তাকীদের ৪ টি আমল সম্পর্কে । সেগুলো হলো -

১. স্বচ্ছলতা ও অভাবের সময় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।

২. রাগ ও ক্রোধ সংবরণ করা।

৩. মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া।

৪. যখন কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, পাপ কাজের মাধ্যমে নিজের উপর জুলুম করে ফেলে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে গুনাহ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

কুরআনে অনেক স্থানে মুত্তাকীদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মুত্তাকীরা ছোট থেকে ছোট কাজে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলে। কোনো গুনাহ করে ফেললে গুনাহের উপর অটল থাকে না বরং সাথে সাথে তাওবা করে। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা মুত্তাকী তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনেকগুলো সুসংবাদ দিয়েছেন।

মুত্তাকীদের সুসংবাদসমূহ :

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য অনেক সুসংবাদ জানিয়েছেন।কুরআনুল কারিমের প্রায় ২৭ স্থানে মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা মুত্তাকীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন -

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚۖ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ؕ
لَهُمُ الْبُشْرٰي فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ؕ

‘শুনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী

জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা।' [সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪]

মুমিন ব্যক্তির জান কবজ করার সময় ফেরেশতা তাকে মাগফেরাত ও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। সে মুমিন বান্দাকে ভয় ও চিন্তিত না হওয়ার কথা বলে।

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

'তোমরা যদি সংশোধন করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।' [সূরা নিসা : ১২৯]

মুত্তাকীদের উদ্দেশ্য পূরণ ও মহাসাফল্যের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

' হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।' [সূরা আহযাব : ৭০-৭১]

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা দুশ্চিন্তা করতে না করেছেন। সূরা আল আ'রাফের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

فَمَنِ اتَّقٰي وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

' অতএব, যারা আল্লাহকে ভয় করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোনো ভয় নেই,দুশ্চিন্তা ও নেই।'

আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামের ৬৩ নং আয়াতে মুত্তাকীদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন -

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.

" এ তো সেই জান্নাত, যা আমি মুত্তাকী বান্দাদের দান করবো।"

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَي الْجَنَّةِ زُمَرًا

" আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" [সূরা যুমার : ৭৩]

আমল কবুলের শর্ত হলো তাকওয়া। তাকওয়া না থাকলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার থেকে আমল কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আমল কবুলের সুসংবাদ দিয়েছেন সূরা আল মায়িদা এর ২৭ নং আয়াতে -

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

“(হাবিল ইবনু আদম আ. বললেন,) আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন।”

শত্রু মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সুসংবাদ -

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ

‘যদি তোমরা দৃঢ় থাকো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তা হলে তাদের কূটচাল কখনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।' [সূরা আল ইমরান : ১২০]

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ -

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْن

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। [সূরা নাহল (১৬) : ১২৮]

আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন তাদের যারা তাকওয়াসহ দান করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদা এর ১০০ নং আয়াতে বলেছেন - ‘ হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'

আল্লাহ তা'আলা সফলতার সুসংবাদ দিয়েছেন -

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا.

নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। [সূরা নাবা (৭৮) : ৩১]

শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (কাফেরদের) উপরে থাকবে। [সূরা বাকারা (২) : ২১২]

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পুরস্কার :

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে মহান রব্বুল ‘আলামিন তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক গুলো পুরস্কারের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য দুনিয়াতে পুরস্কার হলো কল্যাণ- অকল্যাণ, হক - বাতিল, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতার মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারা। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ফুরকান দান করেন। সূরা আনফালের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

‘হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য মহান রব্ব বন্ধুত্ব, নৈকট্য ও ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন। মহান রব্বের ভালোবাসা পাওয়ার থেকে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! সূরা আল ইমরানের ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাঁর ভালোবাসা পাওয়া যায় সেই পথ দেখিয়েছেন -

بَلٰي مَنْ اَوْفٰي بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰي فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

“ যে ব্যক্তিই তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।”

আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের জন্য এমন কিতাব নাজিল করেছেন যা তাদেরকে হিদায়াতের উপর অটল- অবিচল রাখে, পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াকে মুত্তাকীদের জন্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তির হাতিয়ার বানিয়েছেন। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে মহান আল্লাহ তাদের সাথেই থাকেন।

واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

‘ আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।’ [সূরা আল বাকারাহ : ১৯৪]

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

‘ নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্ম করে।’ [সূরা আন নাহল: ১২৮]

তাকওয়া অবলম্বন করলে সকল সমস্যা আহসান হয়ে যায়। কারণ তাকওয়া বান্দার সকল সংকট ও কঠিন অবস্থা সহজ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা ত্বলাকের ৪ নং আয়াতে বলেছেন -

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

‘ যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য সংকট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দেবেন।’

এছাড়াও তাকওয়া বান্দার বিপদ, মুসিবত থেকে মুক্তির হাতিয়ার হয়। তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা বান্দার রিজিক সমৃদ্ধি ও প্রশস্তির একটি কারণ বানিয়েছেন। কেননা, মুত্তাকী ব্যক্তি যখন প্রতিটা কাজে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাকে অগণিত রিজিক দান করেন। তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য বাহ্যিক পোশাকের চেয়েও উত্তম বলেছেন। তাকওয়ার পোশাক মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করে, দ্বীনকে সমৃদ্ধ করে, সম্পর্ক অটুট রাখতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর আনুগত্যে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰي ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

‘হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।’ [সূরা ‘আরাফ : ২৬]

কোন এক কবি বলেছেন -

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تلقب عريانا ولو كان كاسيا
و خير لباس المرء طاعة ربه
و لا خير فيمن كان الله عاصيا

‘ বান্দা যখন তাকওয়ার পোশাক দিয়ে নিজেকে আবৃত না করে তখন তাকে উলঙ্গ বলা হবে। যদিও সে বাহ্যিক পোশাক পরেছে।

আর মানুষের উত্তম পোশাক স্বীয় রবের আনুগত্য। যে ব্যক্তি রবের অবাধ্যতা করে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।'

[তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বই থেকে]

আল্লাহ তা'আলা বলেন - আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। [সূরা আল বাকারাহ : ২৮২]

তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের বরকত উন্মোচন করে দেন। যারা ইমান আনে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিভাবক। আল্লাহকে ভয় করলে সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

و لله العزة ولرسوله و للمؤمنين

' শ্রেষ্ঠত্ব তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদেরই।' [সূরা মুনাফিকুন: ৮]

শুধু দুনিয়াবি না তাকওয়া অবলম্বন করলে পরকালীন বিশেষ অবস্থান ও সম্মান পাওয়া যায়। জান্নাতের অনেক স্তর রয়েছে। যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা থাকবে জান্নাতের বিশেষ স্তরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ؕ

' খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন। নিশ্চয় ইতঃপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।' [সূরা যারিয়াত: ১৫-১৬]

সূরা যুমারের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুতকৃত পুরস্কারসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ

' কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রসাদের উপর প্রসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ভঙ্গ করেন না।'

আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য জান্নাত শান্তি ও আরামের জায়গা। কুরআনে উল্লেখ হয়েছে -

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ؕ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ

“ নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বাগান ও নির্ঝরিনীসহূহে থাকবে। বলা হবে, এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর।” [সূরা হিজর: ৪৫-৪৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা পূর্ণযৌবনা তরুনী, পূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যথোচিত দান।

এছাড়াও মুত্তাকীদের বহু দুনিয়াবি ও আখিরাতি পুরস্কারের কথা কুরআনে উল্লেখিত আছে।

তাকওয়া সম্পর্কে গুরুত্বারোপ

তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এর গুরুত্ব কুরআন হাদিস সবজায়গায় আমরা দেখতে পাই। কুরআনে অসংখ্যবার তাকওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসুল (সা.) এর হাদিসেও তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) তাঁর খুতবা তাকওয়ার নির্দেশসংবলিত আয়াত দিয়ে শুরু করতেন। তাকওয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা এতই যে, পৃথিবীতে যখন তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া বিরাট কঠিন কাজ ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক ধৈর্যধারণকারী, বীর- বাহাদুর,পূতপবিত্র ও সকল উত্তম গুণের সমাহার রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ইসলামের জন্য নির্বাচন করেছেন। অতঃপর নবুয়তের ধারক নবি রাসুলগণকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা, নবি রাসুলগণ, সাহাবি ও সালফে সালেহীনেরা তাকওয়ার নির্দেশ ও তাগিদ দিয়ে গিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকওয়ার আদেশ :

তাকওয়া শব্দটি আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় প্রায় ২৫১ বার এসেছে। এই শব্দটি কুরআনে এতোবার আসার উদ্দেশ্য আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে এটা মানব জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে।' [সূরা মায়িদা : ০৭]

এ আয়াতের ভেতর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরকম অনেক আয়াত আছে যেগুলো ' ইয়াত্তাকুল্লাহ, ওয়াত্তাকুল্লাহ, ফাত্তাকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করো' দিয়ে শুরু হয়েছে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা কমপক্ষে ৬০ বার 'واتقوا الله' অথবা 'اتقوا ربكم' শব্দের সাথে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

واتقوا الله لعلكم تفلحون

' আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যেন তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পারো।' [সূরা আল বাকারাহ : ১৮৯]

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب

' আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। সন্দেহাতীত ভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহর আযাব খুব কঠিন।' [সূরা আল বাকারাহ : ১৯৬]

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

" ঐ দিনকে ভয় করো, যে দিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা আল বাকারাহ : ২৮১]

দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াকে সর্বোত্তম পাথেয় নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰي ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ

' তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বোধসম্পন্নগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোনো পাপ নেই।' [সূরা বাকারাহ : ১৯৭]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা আল ইমরানের ১০২ নং আয়াতে বলেছেন -

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

' হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে তোমরা যথাযথরূপে ভয় করো।'

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার ভয় ও তাকওয়া অনেক বড় হেকমত ও বিশাল নি'আমত। প্রত্যেক কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম ও জ্ঞান, প্রজ্ঞার দরজা। কবি বলেন, '

কোনো প্রকার পাথেয় ছাড়া কীভাবে তুমি এমন এক দেশে যাত্রা করছো, যেখানে তাকওয়া ছাড়া আর কিছু তোমার উপকারে আসবে না? যার নিকট তাকওয়া নেই, কিয়ামতের দিন মহান রব্বের নিকট তার কোনো ওজর কাজে আসবে না।' [তাওবা ও তাকওয়া বই থেকে]

সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন -

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللهَ

' বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।' [সূরা নিসা: ১৩১]

২.নবী রাসুলগণ কর্তৃক তাকওয়ার আদেশ:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কাছে যুগে যুগে বহু নবী রাসুলগণ প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক রাসুল নিজের উম্মতকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্ব প্রথম নূহ আলাইহিস সালাম নিজের উম্মতকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰي قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

' আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না।' [সূরা মু'মিনুন: ২৩]

নুহ আলাইহিস সালামের পর হুদ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون

' যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললো তোমরা কি ভয় করো না!' [সূরা শুআরা:১২৪]

হুদ আলাইহিস সালামের পর সলিহ আলাইহিস সালাম স্বগোত্রকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إذ قال لهم أخوهم صٰلح ألا تتقون

‘ যখন তাদের ভাই সলিহ তাদেরকে বলেছিলো তোমার কি ভয় করো না!’ [সূরা শুআরা: ১৪২]
[তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বই থেকে]

এছাড়াও শুআইব আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামও তাদের নিজেদের গোত্রকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের ও সকল উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। রাসুল ﷺ তাঁর খুতবা শুরু করতেন তাকওয়ার আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিনি বেশি বেশি আল্লাহর নিকট তাকওয়ার প্রার্থনা করতেন। রাসুল ﷺ বলেছেন, “ তোমরা যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করবে। কোনো মন্দ কাজ করলে সাথে সাথে নেক কাজ করে তা মিটিয়ে ফেলবে। লোকদের সাথে সদাচারণ করবে।” [সুনানুত তিরমিজি: ২০৫৩]
অন্য হাদিসে এসেছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যা কিছু কল্যাণকর তা আঁকড়ে ধরবে এবং যা মন্দ তা ছেড়ে দেবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৬৫০৮]
[তাওবা ও তাকওয়া বই থেকে]

আতিয়া আস-সাদী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যেসব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)
আবু যর رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপকাজ হয়ে যাওয়ার পর সাথে সাথে নেক কাজ করতে থাক। নেক কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।” [আস-সুনান,তিরমিজি : ১৯৮৭]
সাইয়িদুনা আবু সাইদ খুদরি رضي الله عنه বর্ণনা করেন-

আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, “ আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটিই হচ্ছে সকল জিনিসের মূল।” [সিলসিলা সহিহাহ: ৫৫৫]

সাইয়িদুনা ইরবাদ ইবনু সারিয়া رضي الله عنه বর্ণনা করেন-
একদিন ফজরের সালাতের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক উচ্চাঙ্গের নসিহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ তো বিদায়ি ব্যক্তির নসিহতের ন্যায়। ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর কী অসিয়্যাত করে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন-

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدُ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার অসিয়্যাত করছি। যদি হাবশি গোলামও তোমাদের নেতা বা শাসক নিযুক্ত হয়, তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে। তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। কারণ তা হলো ভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে, তার কর্তব্য হল আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।” [আস- সুনান, তিরমিজি : ২৭৭৬, আবু দাউদ: ৪৬০৭]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -
এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। অতএব, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, “অবশ্যই তুমি আল্লাহ তা’আলার ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবির ধ্বনি

দিবে। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিলো সে সময় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও। তার জন্য সফর সহজতর করে দাও।" [আস সুনান, তিরমিজি : ৩৪৪৫, ইমাম আস সুনান, তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন]

আবু উমামা رضي الله عنه বর্ণনা করেন-
আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি-তিনি বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন-

اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ . قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

"তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। তোমাদের উপর ফরজকৃত পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় করো। তোমাদের উপর ফরজকৃত মাসের রোজা রাখো। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো। তোমাদের আমিরের আনুগত্য করো। তাহলেই তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"
[আস সুনান, তিরমিজি : ৬১৬, ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহু হাদিসটি হাসান সহিহ বলেছেন]

সাইয়িদুনা নুমান ইবনু বশির رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
" তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।" [আস সহিহ, আল বুখারি: ২৫৮৭, সহিহ মুসলিম: ৬২৩]

৩. সালাফগণ কর্তৃক তাকওয়ার আদেশ :

আমাদের নেককার পূর্বসূরি তথা সালফে সালেহীনগণ তাকওয়ার ব্যাপারে খুব যত্নশীল ছিলেন এবং একে অপরকে তাকওয়ার ব্যাপারে তাগাদা দিতেন।

আবু বকর رضي الله عنه স্বীয় খুতবায় তাকওয়ার আদেশ দিয়ে বলতেন -

أوصيكم بتقوى الله

অর্থাৎ ‘ আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি।’ [মুসতাদরাক হাকিম: ৩৪৪৭]

আবু বকর رضي الله عنه খুতবায় আরও বলতেন, "তাকওয়া অবলম্বন করো আর যথাযথভাবে আল্লাহ তা’আলার প্রশংসা করো। আশা ও আশঙ্কা এবং চেষ্টা ও দু’আর মধ্যে সুষম সমন্বয় রাখো।

আবু বকর رضي الله عنه তাঁর মৃত্যুশয্যায় উমর رضي الله عنه কে ডাকিয়ে এনে কিছু পরামর্শ দেন। এর মধ্যে প্রথমটিই ছিল আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে। [মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ, ৩৭০৫৬]

আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের নিকট চিঠি লিখলেন-

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه ومن أقرضه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلا قلبك

'হামদ ও সালাতের পর! অবশ্যই আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তা’আলা তাকে স্বীয় আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। যে তাকে করজ দিবে আল্লাহ তা’আলা তাকে প্রতিদান দিবেন। আর যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে তিনি তার উপর স্বীয় নিয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তুমি তাকওয়াকে নিজের চোখের সামনে রাখো এবং নিজের অন্তরের উজ্জ্বলতা বানিয়ে নাও।’ [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৫১]

এক যুদ্ধে সেনাপতিকে আলি رضي الله عنه উপদেশ দেন -

‘ আল্লাহকে ভয় করবেন। তাঁরই কাছে আপনাকে ফিরে যেতে হবে, তিনিই আপনার অদ্বিতীয় গন্তব্য। দুনিয়া ও আখিরাতের তিনিই নিয়ন্ত্রক।’ [মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ, ৩৪৪৯৯]

উমর رضي الله عنه খলিফা হওয়ার পর একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেছিলেন-

“ আমি আপনাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন ও সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তিনি (আল্লাহ) মুত্তাকী ও সদাচারীদের সাথেই রয়েছেন।”

হজ্জের সফরে বের হওয়ার আগে এক লোক তাঁর কাছে কিছু উপদেশ চায়। উমর رضي الله عنه বলেন, “ আল্লাহকে ভয় করো। যে তাঁকে ভয় করে, সে কখনও একাকিত্বে ভুগবে না।” [আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৫/২৯৭]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

كنت إذا اردت الخروج قلت للحكم أ لك حاجة فقال أوصيك بما أوصى به النبي معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

'যখন আমি শহরের বাইরে যেতে চাইতাম তখন মদিনার আমিরকে বলতাম, আমাকে কিছু বলে দেন? তখন তিনি আমাকে বলতেন, আমি তোমাকে সেই জিনিসের উপদেশ দিচ্ছি যে জিনিসের উপদেশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছেন। (আর সেটি হল) তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করো এবং গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ করো। তাহলে গুনাহ মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।' [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৫১]

নবিজি ﷺ মুআজ ইবনু জাবাল رضي الله عنه কে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলেন-

يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে। আর গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে গুনাহের পর সাথে সাথে নেক কাজ করে নিবে তাহলে সেই গুনাহটি মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।" [আস সুনান, তিরমিজি : ১৯৮৭]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أكثر ما يُدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسُئِلَ ما أكثر ما يُدخِلُ النار قال الأجوفان الفم والفرج

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের বিনিময়ে বেশির ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন, "তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বিনিময়ে।" তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন, "দু'টি অঙ্গ-মুখ ও লজ্জাস্থান।" [ইবনু মাজাহ: ৪২৪৬]

সাহাবীগণেরা পরস্পরকে তাকওয়ার তাগিদ দিতেন। তারা ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করতেন। এছাড়াও কিছু কবি তাকওয়ার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।

হাফিজ ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة .... والنفس داعية إلى الطغيان

فاستحي من نظر الإله وقل ... لها إنَّ الذي خلق الظلام يراني

'যখন অন্ধকারে কোন গুনাহ করার নিকটবর্তী হও; নফস সেদিকে ভড়কাতে থাকে। তখন তুমি ইলাহের দৃষ্টির ব্যাপারে ভয় করো এবং নফসকে বলো, নিঃসন্দেহে যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাকে দেখছেন।' [দিওয়ানু ইবনি মুশরিফ: ২৬২]

ইবনু হিব্বান আল বুসতি রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

ألا إنما التقوى هي العز والكرم ... وفخرك بالدنيا هو الذُّلُ

والعدم
وليس على عبد تقي نقيصة ... إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم
'জেনে রাখো! একমাত্র তাকওয়া-ই হলো মান-সম্মান ও ইজ্জত- শুহরতের অন্যতম নাম। দুনিয়াতে তোমার গর্ব ও অহঙ্কার লজ্জিত ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যখন কেউ প্রকৃতই তাকওয়া অবলম্বন করে নেবে এবং তার তাকওয়া কারো মাঝে খটকা তৈরি করে তাহলে সেটা ঐ মুত্তাকি বান্দার কোন দোষের কিছু না।' [মুখতাসারু রওদাতিল উকালা: ৩১]

তাকওয়ার উপকারিতাসমূহ

তাকওয়া অন্তরকে প্রশস্ত ও আনন্দিত করে। যে ব্যক্তি নেককাজ করে,তাকওয়া অবলম্বন করে, মানুষের প্রতি ইহসান করে সেই ব্যক্তির বক্ষ আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ত করে দেন।

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন-
'নেক কাজ করলে হৃদয়ে নূর অর্জিত হয়। চেহারা উজ্জ্বল হয়। শরীরে শক্তি সঞ্চার হয়। রিজিকে প্রশস্ততা লাভ হয়। মাখলুকের অন্তরে নেককার ব্যক্তির প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর পাপকাজ করলে হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। চেহারা উজ্জ্বলতা চলে যেতে থাকে। শরীরে দুর্বলতা অনুভূত হয়। রিজিকে সংকীর্ণতা আসে। মাখলুকের অন্তরে পাপী ব্যক্তির জন্য ঘৃণা- বিদ্বেষ তৈরি হয়।' [তাফসিরু ইবনিল কায়্যিম: ৭৫১]

তাকওয়া অবলম্বনের ২ টি উপকারিতা।
১. ইহকালীন উপকারিতা ও
২. পরকালীন উপকারিতা।

ইহকালীন উপকারিতা হলো-

- তাকওয়া অবলম্বনের জন্য পার্থিব জগতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাজগুলোকে সহজ করে দেন।
- মানুষকে শয়তানের সব অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা করেন।
- আসমান ও জমিনের বরকত উন্মোচন করে দেন।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে মানুষ হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।
- মুত্তাকী ব্যক্তি এমন জায়গা থেকে রিজিক লাভ করে যা তার কল্পনার উর্ধ্বে।
- আল্লাহ তা'আলার বন্ধুত্ব অর্জন করা যায়।
- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার ভালোবাসা লাভ করা যায়।
- আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে কাফিরদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দান করেন।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত দেন।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমল কবুল করেন।
- মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ তা'আলা শত্রু মোকাবিলায় সাহায্য করেন।
- তাকওয়ার কারণে গুনাহ মাফ হয়।

পরকালীন উপকারিতা হলো-

- তাকওয়া হলো পরকালীন সফলতা ও সাফল্যের চাবিকাঠি।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর নিকট সম্মান লাভ করবে।
- কিয়ামতের দিন মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত পাবে।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি মিলবে।
- অন্তরে আল্লাহর ভয়কে স্থান দিলে পরকালের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- মুত্তাকী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা দেবেন।
- মুত্তাকী ব্যক্তির জায়গা হবে জান্নাতের বিশেষ স্তরে।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে ব্যক্তির পরিসমাপ্তি সুন্দর হয়।
- মুত্তাকী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- তাকওয়া অবলম্বন করলে আখিরাতে মনের চাহিদা পূরণ হবে ও চোখের শীতলতা লাভ হবে।

- কিয়ামতের দিন সকল বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হবে শুধু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব ব্যতীত।

কীভাবে তাকওয়া অর্জন করবো?

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় হলো আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়ার একটি মাধ্যম। আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করে। দুর্বল হৃদয়কে মজবুত করে। মৃতপ্রায় ক্বলবকে নূর দ্বারা আলোকিত করে। ইমাম মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন - কীভাবে তাকওয়া অবলম্বন করা হবে? তিনি বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো - আনুগত্য করা হবে, কিন্তু তাঁর নাফরমানি করা হবে না। তাঁকে স্মরণ করা হবে, কিন্তু ভুলে যাওয়া হবে না। অনুরুপভাবে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হবে ঠিক, কিন্তু তাঁর অকৃতজ্ঞতা করা যাবে না। [বাসায়িরু যাওয়িত তাময়ীয: ৫/২৫৭]

অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টির প্রথম ধাপ হলো রব্ব কে চেনা , রব্বের পরিচয় সঠিকভাবে জানা। রব্ব কে চেনা জানার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস হলো মহামান্বিত কুরআন। কুরআন নিয়ে কেউ যদি ভালোভাবে ফিকির করে, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে তাহলে রব্ব কে চেনা ও জানা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। আর মানুষ যখন কুরআন নিয়ে ফিকির ও গবেষণা করবে তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ২৭-২৮ আয়াতে বলেছেন -

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

“ আমি এ কুরআনের মধ্যে মানুষের জন্য সকল দৃষ্টান্তই বর্ণনা করে দিয়েছি। যেন তারা অনুধাবন করে তথা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত। যেন তারা সাবধান হয়ে চলে।”

এছাড়াও যেসমস্ত আয়াতে ও হাদিসে কবর, কবরের আজাব, পরকাল ও পরকালের বিভীষিকাময় অবস্থা বর্ণনা হয়েছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে অন্তরে তাকওয়া

সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করেছেন যেন বান্দা সর্তক হয়, আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ

‘ তাদের জন্য উপর দিক এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সর্তক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় করো।’ [সূরা যুমার: ১৬]

মৃত্যু ও কবরের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে ফিকির করলে অন্তরে ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয় হয়।

পবিত্র কুরআন হলো মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত স্বরূপ। কুরআন সবার জন্যই কিন্তু এর ভেতর থেকে সঠিকভাবে উপকার অর্জন করে মুত্তাকী ব্যক্তিরা। তাকওয়া অর্জন করতে হলে কিছু জিনিস আবশ্যক আবার কিছু জিনিস বর্জনীয়। এখন আমরা আবশ্যকীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো জানবো ইন শা আল্লাহ।

১. আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ :

- প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আল্লাহ তা'আলা সূরা হুজরাতের ২-৩ নং আয়াতে বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ . اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰي ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরুপ উঁচু স্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরুপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রাসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।’

- সত্য কথা বলা তাকওয়া অর্জনের একটি মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

[সূরা আহযাব:৭০]

- সুন্দর ও প্রশংসনীয় আখলাকের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারাহ এর **১৭৭** নং আয়াতে বলেন-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَي الْمَالَ عَلٰي حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰي وَالْيَتٰمٰي وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَي الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

'সৎ কাজ শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড়ো সৎ কাজ হচ্ছে আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা এবং সকল নবি-রাসুলের ওপর ইমান আনা। আল্লাহকে ভালোবেসে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করা। যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে; যারা কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে; অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈযধারণ করে, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকি।'

- নামাজ আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي

'আপনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ। '

[সূরা ত্বহা: **১৩২**]

- রোজা রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

[সূরা আল বাকারাহ **:১৮৩**]

- ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, আর এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।'
[সূরা মায়িদা : ৮]

- সত্যের পক্ষে সমর্থন জানানো। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। '
[সূরা তাওবা: ১১৯]

- প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

'যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং মুত্তাকি হবে, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। '
[সূরা আল ইমরান : ৭৬]

২. বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

- কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

কুফর ও শিরককে অস্বীকার ও তার থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে হলো, তাকওয়া অবলম্বন করা। বান্দার উপর সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হলো সে আল্লাহর সাথে কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

বর্ণনাকৃত পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে সে তার প্রকৃত মালিকের দ্বীন, তাঁর সাথে সাক্ষাত, তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি এবং তাঁর ব্যাপারে রাসুলদের বর্ণনাকৃত সংবাদগুলোকে কখনো অস্বীকার করবে না।

- বিদআত পরিহার করার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করা।

নবি-রাসুলগণ যে সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন, সেগুলোর বিপরীত আকিদা রাখা এবং আসমানি কিতাবগুলো যে সত্যসহ পাঠানো হয়েছে, সেগুলোর বিপরীত আকিদা ও বিশ্বাস রাখার নামই হল বিদআত।

স্পষ্ট কথা হল, যেসব আমল ও কথাবার্তার কোন দলিল অবতীর্ণ হয়নি। সেগুলোকে সাওয়াব মনে করে আদায় করা। যেমন: দ্বীনের ভেতর নিজেদের বানানো ও মনগড়া রুসুম ও রেওয়াযকে প্রবেশ করানো। যা আল্লাহ তা'আলা কখনো গ্রহণ করবেন না।

দীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবেশ করার নামই হল বিদআত। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুলের হাদিস রয়েছে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবিজি ﷺ বলেন-

مَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهُوَ رَد ُّ

'যে আমাদের দীনের বিষয়ের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে; যা দীনের মধ্যে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।' [বুখারি:২৬৯৭]
[তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বই থেকে]

- কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে তাকওয়া অর্জন হয়।

- সগিরা গুনাহ কে ছোট করে না দেখা। শয়তানের ধোঁকায় না পড়া। সগিরা গুনাহ গুলো পরিত্যাগ করা।

- বৈধ কাজ করার মাধ্যমেও তাকওয়া অর্জিত হয়।

তাকওয়ার স্তর

যে নিজ অন্তরে আল্লাহর ভয় যত বেশি ধারণ করে সে ততবেশি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে অধিবেশন করে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, তাকওয়ার স্তর ৩ টি।

- সব রকম গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রক্ষা করা।
- মাকরূহ কাজসমূহ থেকে অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রক্ষা করা।
- নিজেকে সবরকম কৌতূহল এবং অনর্থক কাজ থেকে রক্ষা করা।